আলমডাঙ্গার অনুপনগরে ৮ শিক্ষার্থীকে পিটালেন প্রধান শিক্ষক

আলমডাঙ্গার অনুপনগরে আরশোলা দেখে চিৎকার করার অপরাধে ক্ষোভে অন্তত ৮ শিক্ষার্থীকে পিটিয়েছেন এক প্রধান শিক্ষক। এ ঘটনার বিচার দাবিতে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের পরিবার অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের অনুপনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকেরা। এ ঘটনায় গভীর রাত পর্যন্ত ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের পরিবার বিচারের দাবিতে অবস্থান নেয়।

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের পরিবার জানায়, গত ১১ এপ্রিল সকালে পঞ্চম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থী স্কুলে যায়। স্কুল শুরু হওয়ার আগেই শ্রেণিকক্ষে তেলাপোকা দেখে ভয়ে চিৎকার করে তারা। এতে প্রধান শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে অন্তত আটজন শিক্ষার্থীকে বেত দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন। এতে কয়েকজন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়। পরে তাদের আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয় বলে জানান অভিভাবকেরা।

ঘটনাটি জানাজানি হলে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তারা বলেন, ছোট শিশুদের পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, কিন্তু সেখানে এমন শারীরিক শাস্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস। মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “শিক্ষার্থীদের আমি নিজের সন্তানের মতো দেখি। শাসন করতে গিয়ে বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন।”

এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আলাউদ্দিন বলেন, তিনি আগে বিষয়টি জানতেন না। পরে অভিযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে অভিযোগের বিষয়টি জানতে পেরেছেন। তিনি বলেন, “ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” তদন্তের জন্য সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বকতিয়ার উদ্দিনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

তবে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বকতিয়ার উদ্দিন বলেন, তিনি এখনো বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত নন। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় যুবদল নেতা মাহফুজুর রহমান মিল্টনের জানাজা সম্পন্ন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টনের প্রথম জানাজা ব্যাপক শোক ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ৯টায় দামুড়হুদা মিনি স্টেডিয়াম মাঠে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজায় উপস্থিত থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান (বাবু) গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, মিল্টনের মতো ভালো ও গুণী কর্মীদের জন্য বারবার রাজনীতির মাঠে ফিরে আসতে মন চায়। পরে সকাল ১০টায় জনপ্রিয় এই যুবনেতার নিজ গ্রাম পাটাচুরায় দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ। তিনি বলেন, “মাহফুজুর রহমান মিল্টন ছিলেন একজন সৎ, মৃদুভাষী ও গুণী মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।”

জানাজায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ হাসান মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফুজ্জামান সিজার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান ঝন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব খান, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ ও সোহেল রানা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাজাহান খানসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ দলীয় নেতাকর্মী, আত্মীয়-স্বজন ও সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
মিল্টনের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দর্শনায় জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদককে ফুলেল শুভেচ্ছা

দর্শনা ও আশপাশ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কমিটির পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক উত্তম রঞ্জন দেবনাথকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

রবিবার রাত ৮টার দিকে দর্শনা রেলবাজারের মনোরঞ্জন মার্কেটের একটি কার্যালয়ে এ ফুলেল শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদককে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা জুয়েলারি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অনন্ত সান্তারা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দর্শনা পৌর শাখার সভাপতি সমীর কুমার সরকার, একই সংগঠনের আহ্বায়ক অজয় কুমার লোধ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দর্শনা পৌর

শাখার সদস্যসচিব অবনী সান্তারা, বাংলাদেশ পূজা ঐক্য ফ্রন্টের আহ্বায়ক অরুণ হালদার ও সদস্যসচিব শান্ত অধিকারী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরাতন বাজার মন্দির কমিটির আহ্বায়ক স্বরূপ দাস ও সদস্যসচিব মিল্টন কুমার সাহা, দামুড়হুদা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সঞ্জয় হালদার ও শোভন দাসসহ নারায়ণ সরকার, লিটন দাস, দীপেন ঘোষ, শ্রভ্র লোধ, সঞ্জয় চক্রবর্তী, বিকাশ মজুমদার, সমরেশ, প্রণয়, শুভ, হৃদয়সহ হিন্দু সম্প্রদায়ের আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক উত্তম রঞ্জন দেবনাথের সফলতা কামনা করেন এবং তার নেতৃত্বে সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় একজন আহত

আলমডাঙ্গা বাবুপাড়ার মরহুম হিলু মিয়ার ছেলে সুষম সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়ায় রেফার করা হয়েছে।

গত শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে ব্যক্তিগত কাজে চুয়াডাঙ্গা থেকে ফেরার পথে আলমডাঙ্গার হক ফিলিং স্টেশনের অদূরে তার জিপ গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় সুষম গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন।

চিকিৎসক জানান, তার পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়।

পরিবারের সদস্যরা তাকে ভোরের দিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান, তার কোমরের হাড় ভেঙে গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে

ঢাকায় নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

দামুড়হুদায় পুত্রবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে শ্বশুর গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ছেলে বিদেশে থাকার সুযোগে পুত্রবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক শ্বশুরকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি উপজেলার জুড়ানপুর পশ্চিমপাড়ার মৃত খেদের বিশ্বাসের ছেলে রহিদুল ইসলাম (৫০)।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তার নিজ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী পুত্রবধূ অভিযুক্ত শ্বশুরের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নং-০৭, তারিখ ০৯/০৪/২০২৬ ইং।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ছেলে বিদেশে থাকার সুযোগে অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে পুত্রবধূকে বিভিন্নভাবে কু-প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। এতে রাজি না হওয়ায় তাকে প্রায়ই হুমকি-ধমকি ও মানসিক নির্যাতন করত। একাধিকবার একাকী পেয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগে বলা হয়েছে।

ঘটনার ধারাবাহিকতায় গত ৬ এপ্রিল ২০২৬ রাত আনুমানিক ৯টার দিকে অভিযুক্ত শ্বশুর পুত্রবধূর ঘরে প্রবেশ করে জোরপূর্বক নির্যাতনের চেষ্টা চালায়। এ সময় ভুক্তভোগীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে ভুক্তভোগী বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর আওতায় দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে জেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে কোটি টাকার ৪ টি স্বর্ণের বারসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে কোটি টাকার বাড়াদি থেকে ৪ টি স্বর্ণের বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে ৬ বিজিবি। অবৈধভাবে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে স্বর্ণের বারগুলো নেওয়া হচ্ছিল সীমান্তবর্তী এলাকায়।

উদ্ধার স্বর্ণের বারগুলোর ডিজিটাল স্কেলে ওজন করে মোট ৪৫২ গ্রাম। আনুমানিক মূল্য ৯৬ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা

শনিবার (১১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় দর্শনার বারাদি সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারটি স্বর্ণের বারসহ শ্রী সমর হালদার (২৭) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ৬ (বিজিবি)। সীমান্তের পাঁচ কবর এলাকা থেকে এসব স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়।

আটককৃত পাচারকারী সমর হালদার চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর গ্রামের গোপাল হালদারের ছেলে।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে দর্শনা সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভারতে স্বর্ণ পাচার হবে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন বারাদি বিওপির একটি টহল দল পাঁচ কবর এলাকায় অবস্থান নেয়।

সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ১৫ মিনিটে এক ব্যক্তি বাইসাইকেল যোগে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলে তাকে টহল দল থামার জন্য সিগন্যাল দেয়। কিন্তু তিনি সিগন্যাল অমান্য করে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করে।পরে তার দেহ তল্লাশি করে সবুজ টেপে মোড়ানো একটি পোটলা উদ্ধার করা হয়। পোটলাটি খুলে চারটি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়। ডিজিটাল স্কেলে ওজন করে মোট ৪৫২ গ্রাম স্বর্ণ জব্দ করা হয়। বিজিবি আরো জানায়, উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ৯৬ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা। এছাড়া আটক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও একটি বাইসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, জব্দকৃত স্বর্ণ ও অন্যান্য মালামাল যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

কোটচাঁদপুরে বিএনপি নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ সভা

কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দকে অবমূল্যায়নের অভিযোগে প্রতিবাদ সভা করেছেন দলের ১১টি অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গত শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় প্রিজন ক্লাবে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হোসেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজুল আলম মামুন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম (শান্ত), পৌর যুবদলের সদস্য সচিব শাহানুর রহমান (শাহান), উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নাসির উদ্দীন লিওয়ন, সদস্য সচিব হুমায়ুন কবির হীরা, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক বাধন রাজবীর (নিশু), সদস্য সচিব ফজলে রাব্বী, উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, সদস্য সচিব আবুল কাশেম

(বাবু) এবং পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক ফিরোজ উদ্দিন (মানিক)।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন দলের পক্ষে কাজ করে আমরা হামলা-মামলার শিকার হয়েছি। এখন ৫ আগস্টের পরের নেতাকর্মীদের ভিড়ে আমাদের খুঁজে পাওয়া কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা বলেন, আমরা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, নেতৃবৃন্দ আমাদের বাদ দিয়ে একটি দলের সঙ্গে ভাগাভাগিতে ব্যস্ত রয়েছেন। আমরা তাদের বলতে চাই, আপনারা এমনটি করবেন না। আমাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের ডাকুন এবং বসে সমস্যার সমাধান করুন।

উল্লেখ্য, এর আগে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের কিছু বিষয় নিয়ে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শুক্রবার অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজলের সঙ্গে স্থানীয় সুধী সমাজের মতবিনিময় সভাকে কেন্দ্র করে। ওই দিন অনুষ্ঠানে যথাযথ মূল্যায়ন না পেয়ে দলের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও এলাঙ্গী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, অনুষ্ঠানের আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেছি। এখন তারা যে অভিযোগ করছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। অঙ্গসংগঠনের ওই নেতাকর্মীরা এসব করে দলের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছেন।

আলমডাঙ্গা ইছেরদাড়ী খাল পুনঃখননের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় ডি-৫ খাল পুনঃখনন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী। শহীদ জিয়ার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে খাল পুনঃখনন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা আড়াইটার সময় আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ইউনিয়নের ডামোস-ঘোলদাঁড়ি খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী

সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মিজ লুৎফন নাহার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী শহীদ উদ্দিন এ্যানী বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে খাল খনন কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। তিনি খাল খননের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। খাল খননের সঙ্গে সাধারণ মানুষ জড়িত থাকে, যারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কৃষিকাজ করে। তারা ফসল উৎপাদন করে, আর তাদের মাধ্যমেই দেশের খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়।

তিনি আরও বলেন, তৎকালীন সময়ে শহীদ জিয়াউর রহমান কোনো টেন্ডার করে খাল কাটেননি; স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে খাল খনন করা হয়েছে। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম শুনলাম প্রেসিডেন্ট হেলিকপ্টারে করে খাল কাটতে আসছেন। একজন প্রেসিডেন্ট খাল কাটবেন এটা ছিল অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু আমরা দেখলাম, তিনি কোদাল দিয়ে খাল কেটে ঝুড়ি দিয়ে মাটি ফেলছেন। এভাবেই জিয়াউর রহমান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

তিনি বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিগত ১৭ বছর অনেক জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে শহীদ জিয়ার অসমাপ্ত কাজ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিগত স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকার তা করতে দেয়নি। তারা খাল কেটেছে, কিন্তু দৃশ্যত কোনো কাজ খুঁজে পাওয়া যায়নি; শত শত কোটি টাকা লুটপাট করেছে।

শহীদ জিয়ার যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ৩১ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের যে ইশতেহার দিয়েছেন, সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাল পুনঃখননের কথা উল্লেখ রয়েছে। আমরা সারা দেশে খাল পুনঃখনন করে দেশকে স্বনির্ভর বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। তারেক রহমান বলেছেন “সবার আগে বাংলাদেশ”।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার রুহুল কবির খান, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিউজ্জামান শরীফ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পশ্চিমাঞ্চলীয় জোনের প্রধান প্রকৌশলী শাহাজান সিরাজ, জিকে সেচ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহম্মেদ, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী নাজিম উদ্দিন এবং কাজের ঠিকাদার

হেমন্ত কুমার সিংহ রায়।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন, বেলগাছী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেন, সম্পাদক কামাল হোসেন, যুবদলের নেতা মীর উজ্জ্বল হোসেন ও রফিকুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এমদাদুল হোসেন, ছাত্রদলের নেতা তন্ময় ও শুভ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা রাসমণি জুয়েলার্স স্বর্ণের তিনটি চেইন ছিনতাই

আলমডাঙ্গায় অভিনব কৌশলে স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালিয়েছে দুই দুর্বৃত্ত। এ ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মাঝে চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিনব কৌশলে স্বর্ণের তিনটি চেইন চুরি হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা প্রায় ৬টা ৫০ মিনিটে আলমডাঙ্গা চারতলা মোড়ে অবস্থিত রাসমণি জুয়েলার্সে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মাঝে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দোকান সূত্রে জানা যায়, একজন ব্যক্তি ক্রেতা সেজে দোকানে প্রবেশ করে স্বর্ণের চেইন দেখতে চান। এ সময় দোকান মালিক বিভিন্ন ডিজাইনের তিনটি চেইন বের করে দেখানোর একপর্যায়ে ওই ব্যক্তি হঠাৎ করেই চেইনগুলো নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে বাইরে অপেক্ষমাণ সহযোগীর মোটরসাইকেলে উঠে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

রাসমণি জুয়েলার্সের মালিক বিজু শিহি জানান, চুরি হওয়া তিনটি স্বর্ণের চেইনের আনুমানিক মূল্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা।

ঘটনার খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে

দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে এবং তদন্ত শুরু করে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল বলেন, “ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।” তিনি আরও বলেন, “এ ধরনের অভিনব কৌশলের চুরির ঘটনায় দোকানদারদের আরও সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।”

এদিকে ঘটনার পর স্বর্ণপট্টির ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টনের ইন্তেকাল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব, ত্যাগী ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ মাহফুজুর রহমান মিল্টন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

গতকাল শনিবার বিকাল ৩টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাঁকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে রেফার করেন। পরিবারের সদস্যরা অ্যাম্বুলেন্সযোগে কুষ্টিয়ায় নেওয়ার পথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাহফুজুর রহমান মিল্টন দামুড়হুদা উপজেলার পাটাচোরা গ্রামের মৃত শফিউদ্দীনের পুত্র। ১০ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। ব্যক্তিজীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর মেয়ের নাম নওশীন (৬)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাহফুজুর রহমান মিল্টন এলাকায় অত্যন্ত সুনামধন্য, ত্যাগী ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা হিসেবে পরিচিত

ছিলেন। দলীয় কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সক্রিয় ও জনপ্রিয়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিবারসহ পুরো দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ রবিবার সকাল ৯টায় দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সকাল ১০টায় নিজ গ্রাম পাটাচোরায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন (এমপি) গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় বলেন, “মাহফুজুর রহমান মিল্টন ছিলেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক। রাজপথের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর সাহসী ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত। তাঁর মতো ত্যাগী নেতার অভাব সহজে পূরণ হওয়ার নয়।”

নেতৃদ্বয় মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার, দলীয় নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।